ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪১৩২
আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩

দেবরাম পঞ্চায়েতের সেন পাড়ায় সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাটের উদ্বোধন
রাজ্যের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি আমাদের অলঙ্কার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি আমাদের অলঙ্কার। সংস্কৃতি ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। তাই সংস্কৃতিকে রক্ষা ও চর্চা করা আমাদের দায়িত্ব। আজ বিকেলে খয়েরপুরের নোয়াবাদির দেবরাম পঞ্চায়েতের সেন পাড়ায় সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আমাদের পূর্বসুরীরা আমাদের হাতে সংস্কৃতির যে ব্যাটন তুলে দিয়েছেন তা যাতে লুপ্ত না হয়। তাকে রক্ষা করে, তার সাথে নতুন কিছু যুক্ত করে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে দিয়ে যেতে হবে। যুব সমাজের কাছে সুস্থ সংস্কৃতিকে তুলে দেওয়া আবশ্যক। যাতে যুব সমাজ অন্য অভিমুখে ধাবিত না হয়। বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের উদ্যোগে এই সংস্কৃতি হাটের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সংস্কৃতি মানে শুধু গান বাজনাকে বোঝায় না। ভাল আচার, ব্যবহার কথাবার্তাও হচ্ছে সংস্কৃতি। আমাদের রাজ্যে ১৯টি জনজাতি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্ভার রয়েছে। জনজাতিদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়। তাদের বর্ণময় সংস্কৃতি আমাদের মুগ্ধ করে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। রাজন্য আমলেও সংস্কৃতি জগতের বহু গুণী শিল্পী এ রাজ্যে এসেছেন। পুরানো দিনের খেলাধুলা যেমন গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্দা, লুডো প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় খেলাধুলাকেও এই সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাটে অন্তর্ভুক্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, সুস্থ সংস্কৃতি সুস্থ সমাজের জন্ম দিতে পারে। রাজ্যের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির ধারা রক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। সংস্কৃতি ভালবাসা শেখায়, বিভেদ শেখায় না। তাই এই সংস্কৃতি হাট মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও সম্প্রীতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী বলেন, সংস্কৃতি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়। ভাষা, কৃষ্টি, সাহিত্য, সঙ্গীত সব মিলিয়েই আমাদের সংস্কৃতি। উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য আরও বেশি করে সংস্কৃতি চর্চা প্রয়োজন। বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন ভাষা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। তাই এই সব ভাষা সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের সভাপতি সেবক ভট্টাচার্য্য ও সাধারণ সম্পাদক কাজী মহাতব সুমন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাট প্রতি রবিবারে দুপুর ১টা থেকে শুরু হবে এবং তা সন্ধ্যে পর্যন্ত চলবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এই সংস্কৃতি হাটে বাংলা সংস্কৃতি, রীতিনীতি, খাদভ্যভ্যাস ও গ্রামীণ মেলা আয়োজিত হবে। বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের সদস্যরা এই হাটে নিজেদের চিরাচরিত পণ্যসামগ্রী তুলে ধরবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিত্বরা ছাড়াও এলাকার বহুমানুষ উপস্থিত ছিলেন।

*****